উবুন্টু সহায়িকা

সংকলনেঃ মোঃ তারেক হাসান

মুখবন্ধ

নিচের সব লেখা প্রজন্ম ফোরাম (http://forum.projanmo.com) ও আমাদের প্রযুক্তি ফোরামে (http://forum.amaderprojukti.com) প্রকাশিত। এই লেখাগুলো লেখা হয়েছে বিভিন্ন জনের সমস্যা ও তার সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে। এই সমাধান গুলো দিয়ে আমাদের সবাইকে সহযোগিতা করেছেন স্বপ্নচারী (নাসিম ভাই), আলোকিত, শামীম ভাই, উন্মাতাল তারুণ্য, আশাবাদী, আহমাদ মুজতবা, তানিম, কারিগর, সহজ সহ আরো অনেকে। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এখানে আমি শুধু সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছি। তাই এখানে কিছু ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। আপনারা যদি কোন ভুল পেয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আমি ভুল সংশোধন করে আবার আপলোড করে দেবো। যদি এই সব টিপস সম্বন্ধে আরও আলোচনা জানতে চান, তাহলে প্রজন্ম ফোরাম এর ওপেন সোর্স ও বাংলা কম্পিউটিং এবং আমাদের প্রযুক্তি ফোরামের লিনাক্স সাব ফোরাম পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

যদি আপনাদের আরো কিছু জানার থাকে তাহলে উপরের দুইটি ফোরামে জানালে খুব সহজেই তার সমাধান পেয়ে যাবেন। এখানে যদি নতুন কোন তথ্য যোগ করতে হয় তাহলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আমাকে ইমেইল করুন - tareq1988@gmail.com এই ঠিকানায়।

আরেকটি কথা হল, লিনাক্স মানেই উবুন্টু নয়। উবুন্টুর অনেকগুলো ডিস্ট্রিবিউশন আছে। তার মধ্যে উবুন্টু অন্যতম। উবুন্টু সবচেয়ে বেশী ব্যবহারবান্ধব বলে এখানে উবুন্টুকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

ধন্যবাদ সবাইকে

সূচীপত্রঃ

১. লিনাক্স কি?
২. লিনাক্স কেন ব্যবহার করবেন?
৩. উবুন্টু কি?
৪. উবুন্টু কিভাবে ইন্সটল করবেন?
৫. উবুন্টুতে ইন্টারনেট কানেকশান কিভাবে দেবেন?
৬. উবুন্টুতে অডিও ও ভিডিও গান কিভাবে চালাবেন?
৭. উবুন্টুতে বাংলা সাপোর্ট কিভাবে ইন্সটল করবেন?
৮. কম্পিউটার বুটের সময় উইন্ডোজকে কিভাবে ডিফল্ট করবেন?
৯. উবুন্টু চালুর সময় প্রতিবারে পাসওয়ার্ড চায়?
১০. রিস্টার্ট করলে ডেক্সটপ ওয়ালপেপার নতুন করে সেট করতে হয়?
১১. বাসায় ই ন্টারনেট কানেকশন নাই এমন ব্যবহারকারীরা কিভাবে গান শুনতে বা অন্যান্য সফটওয়ার পাবে?
১২. উবুন্টুতে *.cpp ফাইল কিভাবে কম্পাইল করবেন?
১৩. নতুন করে উইন্ডোজ এক্সপি ইন্সটল করেছেন, ফলে উবুন্টু হারিয়ে গেছে?
১৪. Apache, MySQL ইন্সটল করবো কিভাবে?
১৫. নোম/কেডিই এনভায়রনমেন্ট কি জিনিস? নোম আর gnome কি একই জিনিস?
১৬. ল্যান স্ক্যানার, ল্যান চ্যাটিং এর জন্য কি সফটওয়্যার আছে?
১৭. কোন ফোল্ডার ল্যানে শেয়ার দেব কিভাবে?
১৮. পেনড্রাইভ ফরম্যাট করব কিভাবে?
১৯. উবুন্টু রিপোজিটরি ডিভিডি ডাউনলোড করতে চাচ্ছি!!
২০. ভিস্তার ওয়াও ইফেক্টের মত উবুন্টুতে আছে কম্পিজ ফিউশন
২১. উবুন্টু কাস্টমাইজেশন-থিম, আইকন, কার্সর, বুট স্ক্রিণ পরিবর্তন
২২. উবুন্টুতে ব্যবহার করুন উইন্ডোজের সফটওয়ার
২৩. সফটওয়্যার ইন্সটল করে কিভাবে?
২৪. ল্যানের সবগুলো কম্পিউটারে ঢোকা যাচ্ছে কিন্তু সেসব কম্পিউটারের কোন ফাইল/ফোল্ডার শো করছে না
২৫. কি করে ব্যাকআপ করবেন আপনার উবুন্টুর সব ইন্সটলড সফটওয়্যার ??
২৬. কমান্ড লাইন কি?
২৭. উবুন্টু ও উইন্ডোজ দুটোই আছে। আবার উইন্ডোজে ফেরত যেতে চাই
২৮. প্রতিবার পিসি অন করার পর সবগুলা ড্রাইভ মাউন্ট করতে হয়
২৯. উবুন্টুর মাই ডকুমেন্ট ফোল্ডার কোনটি?
৩০. সি ড্রাইভ বা ডি ড্রাইভ এভাবে অন্যান্য ড্রাইভ চিনবো কিভাবে?
৩১. ফাইল সিস্টেম বলতে একটা ফোল্ডার দেখা যায়। এটা কি কাজে লাগে?

৩২. উইন্ডোজ নামক ফোল্ডারটিকে আমরা যেমন সমীহ করে চলি। উবুন্টুতে তেমন কোনটিতে কোন পরিবর্তন করা যাবেনা?
৩৩. ফন্ট ফোল্ডার কোনটি ? অর্থাৎ কিভাবে নতুন ফন্ট যেমন ইউনিকোড ফন্টগুলো ইনস্টল করব?
৩৪. উবুন্টুতে কিভাবে রুট ইউজার হিসেবে লগইন করবেন?
৩৫. উবুন্টুতে কিভাবে প্রথম আলো পড়বেন?
৩৬. উবুন্টুর কিছু মৌলিক ধারনা

1) লিনাক্স কি?

- ⇨ লিনাক্স একটি শক্তিশালী ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম। ওপেন সোর্স বলতে বোঝায়, এটার সোর্স কোড উন্মুক্ত। আপনিও এটার বিভিন্ন ফিচার পরিবর্তন করতে পারেন। ১৯৯১ সালের দিকে লিনাক্সের সাথে আমাদের পরিচিত করেন লিনাস টরভেল্টস নামে এক প্রোগ্রামার। লিনাক্স মূলত তৈরী হয়েছে ইউনিক্স কার্নেল থেকে আপনার পিসি তে হার্ডওয়্যারের পর পর-ই যে জিনিসটি আপনাকে পিসি চালাতে সাহায্য করে সেটাই হলো অপারেটিং সিসটেম।। কার্নেল হল একটি অপারেটিং সিস্টেমের প্রাণ। আপনি উইনডোজে যেই "Welcome Screen" দেখেন সেটার পিছনের কাজ কর্ম গুলো অনেক জটিল; আর, সেই জটিল কাজ কর্মগুলোর ভিত্তি হলো , কার্ণেল।

2) লিনাক্স কেন ব্যবহার করবেন?

- ⇨ লিনাক্স একটি ফ্রি অপারেটিং সিস্টেম। এটি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে এটি পয়সা দিয়ে কিনতে হবে না, যেটি করতে হয় উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য। এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং এখানে যেসব সফটওয়ার ব্যবহার করা হয় সেগুলোও বিনামূল্যে পাওয়া যায়। সুতরাং এটি ব্যবহার করলে আমাদের সফটওয়ার পাইরেসি করতে হয় না।
- ⇨ লিনাক্স এমন একটি অপারেটিং সিস্টেম যেটি তৈরী হয়েছে সারা বিশ্বের বাঘা বাঘা প্রোগ্রামারদের দ্বারা, যারা কোন টাকা ছাড়াই এগুলো তৈরী করছেন। লিনাক্সের জন্য কিছু স্বেচ্ছাসেবক টিম আছে, তাদের দ্বারাই এসব কাজ সম্পাদিত হচ্ছে। যেহেতু এটি তৈরী হচ্ছে অনেকগুলো কমিউনিটির সমন্বয়ে, তাই এখানে সফটওয়ারের দূর্বল স্থান কম। তাই, এসব সফটওয়ারে বাগ প্রায় নেই বললেও চলে। পক্ষান্তরে, উইন্ডোজে বাগের পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে সহজেই ভাইরাস এসব দূর্বল স্থানে হামলা করে, আর আমরা ভাইরাস অ্যাটাকে পড়ি। আমাদের সিস্টেম পড়ে যায় বিশাল সব ভাইরাসের মুখে। তাই বলা চলে লিনাক্সে ভাইরাসের অস্তিত্ব নেই বললেও চলে।
- ⇨ এটি হচ্ছে ওপেন সোর্স। আপনি যদি একজন প্রোগ্রামার হন, তবে চাইলে এখানে আপনার পছন্দমত ফিচার যোগ-বিয়োগ করতে পারেন এবং লিনাক্স অত্যন্ত শক্তিশালী।
- ⇨ অনেকেই মনে করেন, লিনাক্সে শুধুই কমান্ড দিয়ে কাজ করতে হয়। হ্যাঁ একথাও সত্যি। তবে উবুন্টু আসার ফলে এ ধারনারও পরিবর্তন ঘটেছে। আপনি উবুন্টুতে উইন্ডোজের মত করেই কাজ করতে পারবেন। লেখালেখি করতে চান? আছে মাইক্রোসফট অফিসের বিকল্প ওপেন অফিস, এবি ওয়ার্ড, কে রাইট সহ ডজন খানেক ওয়ার্ড প্রসেস র। ডাটাবেস দরকার? ডাউনলোড আর ইন্সটল করে ফেলুন মাইএস কিউ এল, পোস্ট গ্রে এস কিউ এল সহ অনেক কিছু। গ্রাফিক্সের কাজ করতে চান? আছে ফটোশপের বিকল্প মুক্ত সফটওয়ার গিম্প। এই রকমভাবে একটির বিকল্প অনেকগুলো করে অপশন আছে আপনার কাছে। তাই কোন চিন্তা নেই এবং এগুলো সম্পূর্ণ ফ্রি।
- ⇨ কোন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান চালাতে চান? তাহলে লিনাক্স আপনার জন্য বেস্ট। আপনাকে লাখ লাখ টাকা খরচ করে উইন্ডোজ কিনতে হবে না। লিনাক্স ব্যবহার করুন একদম ফ্রি।

3) উবুন্টু কি?

- ⇨ লিনাক্সের অনেকগুলো ভার্শন আছে। যে গুলোকে বলা হয় ডিস্ট্রিবিউশন। যেমনঃ রেড হ্যাট লিনাক্স, ম্যান্ড্রিভা, ডেবিয়ান, সুসে ইত্যাদি। এ ধরনের একটি ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে উবুন্টু।

বর্তমানে এটির ৮.০৪ ভার্সন চলছে, যার নাম উবুন্টু হার্ডি হ্যারন। লিনাক্সের মাঝে উবুন্টুই হচ্ছে সবচেয়ে ব্যবহার বান্ধব ডিস্ট্রিবিউশন। উবুন্টুর আবার ৪ ধরনের ভার্সন আছে। যেমনঃ উবুন্টু, কুবুন্টু, এডুবুন্টু, এক্স-উবুন্টু।

4) উবুন্টু কিভাবে ইন্সটল করবেন?

⇨ উবুন্টু ইন্সটল করতে হলে প্রথমেই আপনার একটি সিডির দরকার হবে। যেটাকে লাইভ সিডি বলা হয় (ইন্সটল না করেও সিডি থেকে সরাসরি অপারেটিং সিস্টেম চালানো যায়)। এটি আপনি ক্যানোনিকাল করপোরেশন থেকে ফ্রি পেতে পারেন। এজন্য আপনাকে শিপইট এর ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে আপনার ঠিকানা দিতে হবে। এক মাসের মধ্যেই আপনি আপনার সিডি পেয়ে যাবেন।

⇨ এটি ইন্সটল করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। ৮.০৪ ভার্সন আসার আগে অবশ্য একটি পদ্ধতিই ছিল। আগের পদ্ধতি, যেটা সবচেয়ে ভাল। আর বর্তমানের পদ্ধতি হল একদম নবিস ব্যবহারকারীদের জন্য। নতুন পদ্ধতিতে একটা সফটওয়ার ইন্সটল দেয়ার মত করে উবুন্টু ইন্সটল করতে পারেন।
উইন্ডোজের দুইটি ফাইল সিস্টেম আছে (ফ্যাট, এনটিএফএস), এই ফাইল সিস্টেমে শুধু উইন্ডোজ ই চলতে পারে। লিনাক্সের জন্য দরকার হয় ext 2/3 পার্টিশন। এই জন্য নতুন ব্যবহারকারীরা লিনাক্স ইন্সটল করতে ভয় পান এবং বুঝতে না পেরে নিজের অজান্তেই তার পুরা হার্ডডিস্ক ফরমেট করে ফেলেন।

⇨ এক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে উইন্ডোজের ফাইল সিস্টেমের মধ্যেই ভার্চুয়াল লিনাক্স পার্টিশন তৈরী করে উবুন্টু ইন্সটল করা হয়। প্রথম পদ্ধতিতে সবাই উবুন্টু ইন্সটল করতে পারবেন। কিন্তু ভালফল পেতে হলে ২য় পদ্ধতিতে ইন্সটল করাই ভাল।

⇨ উবুন্টু ইন্সটল করতে হলে আপনার হার্ডডিস্কে কিছু ফাঁকা স্থান দরকার হবে। এই জন্য উইন্ডোজ থেকে কোন পার্টিশন ম্যানেজার দিয়ে হার্ডডিস্কের ৫ গিগা স্থান ফাঁকা করুন। এখন উবুন্টুর সিডি ঢুকিয়ে কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন।
রিস্টার্ট হলে আপনি উবুন্টুর ভাষা সিলেক্ট করার অপশন পাবেন। ইংলিশ সিলেক্ট করুন। এরপর আপনি উবুন্টুর ইউজার ইন্টারফেসে প্রবেশ করবেন।
এখন আপনি যে ডেস্কটপ দেখছেন, সেখান থেকে ইন্সটল লেখা বাটনে ডাবল ক্লিক করে ইন্সটল এর ধাপ শুরু করুন (মোট ৭ টি ধাপ)।
=> প্রথমে ভাষা সিলেক্ট করুন বাংলা। সামনে যান
=> আপনার লোকেশন ও সময় নির্ধারন করুন। সামনে যান
=> আপনার কি-বোর্ড লে-আউট হিসেবে US সেলেক্ট করুন। সামনে যান
=> এখন আপনি আপনার নাম, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি পূরণ করুন। মনে রাখবেন, পাসওয়ার্ড কিন্তু দিতেই হবে। এই নাম, পাসওয়ার্ড পরবর্তিতে আপনার কাজে লাগবে।
=> এখন পার্টিশন দেয়ার পালা। যে কোন রকম ঝুঁকি এড়াতে পার্টিশন নিজ হাতে সম্পাদন করুন, এই অপশনটি সিলেক্ট করুন।
=> এখানে উবুন্টুর পার্টিশন তৈরী করতে হবে। উবুন্টুর জন্য দুটি পার্টিশন দরকার (Ext3, Swap)। এখানে আপনার ফাঁকা করা হার্ডডিস্ক স্পেস দেখতে পাচ্ছেন (৫ গিগা)। সেটি সিলেক্ট

করে ৪ গিগার একটা Ext3 পার্টিশন তৈরী করুন। মাউন্ট পয়েন্ট হিসেবে /” দিন (স্লাশ)। আর একটি পার্টিশন তৈরী করতে হবে, যার নাম Swap। বাঁকি অংশটুকু Swap স্পেসের জন্য নির্বাচন করুন। এরপর সামনে যান।

=> কনফারমেশন করে ওকে করুন। ব্যস কাজ শেষ। এখন প্রয়োজনীয় ফাইল গুলা কপি হবে এবং ইন্সটলেশন শেষ হবে। এখন সিডি বের করে কম্পিউটার বুট করুন। বুটের সময় স্ক্রীনে অপশন আসবে যে আপনি কোন অপারেটিং সিস্টেম চালাতে চান। উবুন্টুর জন্য প্রথম অপশন এবং এক্সপি এর জন্য শেষ অপশন সিলেক্ট করুন।

5) উবুন্টুতে ইন্টারনেট কানেকশান কিভাবে দেবেন?

- এখানে আপনাদের নোকিয়া ৩১১০ সেট ব্যবহার করে কিভাবে কানেকশন দিবেন, তা দেখানো হবে। আপনি উইন্ডোজে থাকা অবস্থায় Gnome PPP (http://launchpadlibrarian.net/10692409/gnome-pppfixedforgutsy_0.3.24-1_i386.deb)সফটওয়ারটি ডাউনলোড করে নিন। এরপর উবুন্টুতে ঢুকে সফটওয়ার টি ইন্সটল করুন। আপনার সেটটি ইউএসবি কেবল দিয়ে কানেক্ট করুন। এবার উবুন্টুর Applications>>Internet মেনু থেকে Gnome PPP চালু করুন। Setup মেনু থেকে মডেম অংশের Detect বাটনে ক্লিক করে দেখুন মডেম খুঁজে পায় কিনা **... খুঁজে পেলে INIT Strings মেনুতে গিয়ে INIT 2 তে ডাবল ক্লিক করে at+cgdcont=,,"gpinternet" লিখে Enter চাপুন এবং উইন্ডোটি বন্ধ করুন...
- ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড উভয় ঘরেই gp লিখে এবং ফোন নম্বর এর ঘরে *99***1# লিখে Connect বাটনে ক্লিক করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মডেমটি ইন্টারনেটে সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং ইন্টারনেট ব্রাউজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করতে পারবেন। সুত্রঃ আলোকিত

- যদি আপনার কোন আইএসপির লাইন থাকে, তাহলে সম্ভবত আপনাকে দুটি কাজ করতে হবে নেট কনফিগার করার জন্যঃ ম্যাক অ্যাড্রেস পরিবর্তন, টিসিপি / আইপি পরিবর্তন, একটা ডায়ালার তৈরী।
- ম্যাক আইডি পরিবর্তন করার জন্য উইন্ডোজ থেকে http://packages.ubuntu.com/ এ গিয়ে macchanger ডিপেন্ডেন্সী সহ ডাউনলোড করুন। ডিপেন্ডেন্সী হলঃ কোন কোন ক্ষেত্রে একটি ফাইল আরেকটার উপর নির্ভর করে, তখন একটা আরেকটার উপর ডিপেন্ড করে। তাই ওটাকে কাজ করাতে হলে দুইটা ফাইলই লাগে।
- টিসিপি এড্রেস পরিবর্তন করা সহ জ। উবুন্টু চালু করার পর উপরেই দেখবেন দুটো কম্পিউটারের ছবিসহ একটা আইকন আছে, সেখানে ডাবল ক্লিক করে কিছুক্ষণ ঘাটাঘাটি করলেই পেয়ে যাবেন! সেখান থেকে আপনার টিসিপি / আইপি চেঞ্জ করে নেন।
- ডায়ালার তৈরীর জন্য pppoeconf কমান্ডটি ব্যবহার করতে হবে। টার্মিনালে (Applications >> Accessories >>Terminal) এ গিয়ে sudo pppoeconf লিখে এন্টার চাপুন, রুট পাসওয়ার্ড দিন। এরপর সে যা যা বলে সব ইয়েস ইয়েস করুন খালি ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড কিছু দিতে হবে না। ইউজারনেম ছাড়া যদি কাজ করতে রাজি না হয় তবে পছন্দমত কিছু একটা বসিয়ে দিন! ব্যাস! এরপর ফায়ারফক্স চালু করে দেখুন নেট ব্রাউজ করতে পারেন কিনা। তবে ফায়ারফক্সের ফাইল মেনুর মধ্যে দেখে নিবেন, যদি Work Offline এ টিক চিহ্ন দেয়া থাকে, তাহলে কিন্তু হবে না। সুত্রঃ আলোকিত

6) উবুন্টুতে অডিও ও ভিডিও গান কিভাবে চালাবেন?

- উবুন্টুতে বিল্টইন ভাবে সব অডিও সাপোর্ট নেই। যেই ফরমেট গুলো মুক্ত, সেগুলোই শুধু দেওয়া আছে। আপনি mp3 চালাতে চাইলে কোডেক ডাউনলোড করতে হবে। উবুন্টুর সব সফটয়ার একটি জায়গায় মজুদ করে রাখা আছে। যেটাকে বলা হয় রিপোজারেটরী। সেখান থেকেই এটি ডাউনলোড করে নিতে হবে। যদি আপনার কাছে রিপোজারেটরী সিডি বা ডিভিডি থাকে, তাহলেও হবে।
- অথবা , Termial (Applications > Accessories > Terminal) এ গিয়ে লিখুন apt-get restricted-area । তাহলে প্রয়োজনীয় কোডেক ইন্সটল হয়ে যাবে।

7) উবুন্টুতে বাংলা সাপোর্ট কিভাবে ইন্সটল করবেন?

=> বাংলা সাপোর্ট ইন্সটলের জন্য প্রথমে ইন্টারনেটে সংযুক্ত হোন। এরপর System>> Administration>> Software Sources এ যান। Ubuntu Softwares ট্যাবে প্রথম চারটি অপশন বাছাই করুন

=> এবার দ্বিতীয় ট্যাবে যান, এখানে উভয় অপশন নির্বাচন করুন

এবার তারপরের ট্যাবে যান। এখানে Unsupported Updates বাদে অন্যগুলো নির্বাচন করে উইন্ডোটি বন্ধ করে দিন।

=> এখন আপনি System>> Administration>> Language Support এ ক্লিক করুন। ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট আপডেট সংক্রান্ত কোন তথ্য আসলে সেটি ওকে করুন। সফটওয়্যার প্যাকেজ ডাউনলোড ও ইন্সটল হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। ইন্সটল হয়ে গেলে ল্যাঙ্গুয়েজ লিস্ট থেকে বাংলা নির্বাচন করে Apply করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাক ইন্সটল হয়ে যাবে। ইন্সটল হয়ে গেলে উইন্ডোটি বন্ধ করে দিন।

=> এবার System>> Preferences>> Keyboard এ যান। Layouts ট্যাব থেকে Add বাটনে ক্লিক করে Layouts ড্রপডাউন মেনু থেকে বাংলাদেশ এবং Variants মেনু থেকে Probhat সিলেক্ট করে এ্যাড বাটনে ক্লিক করুন।

=> U.S. English কে ডিফল্ট লে-আউট হিসাবে নির্বাচন করুন।

=> এবার Layout Options ট্যাবে যান। Group Shift/Lock Behaviour মেনুটি এক্সপ্যান্ড করে পছন্দমত কীবোর্ড লে-আউট পরিবর্তক শর্টকাট (যেমন অভ্রতে F12) নির্বাচন করুন। এবার উইন্ডোটি বন্ধ করে দিন।

ব্যাস আপনার বাংলা কী-বোর্ড তৈরি! এবার ওপেন অফিস অর্গ, ফায়ারফক্স বা যেকোন টেক্সট এডিটর, ওয়ার্ড প্রসেসর বা ব্রাউজার চালু করে Shift+Capslock(বা আপনি লেআউট পরিবর্তক হিসাবে যে শর্টকাট নির্বাচন করেছেন) চেপে খাঁটি বাংলায় টাইপ করুন।

কোন কীবোর্ড লে -আউট নির্বাচন করা আছে সেটি দেখতে প্যানেলে Keyboard Indicator(Right Click on a Panel, Click Add to Panel then select keyboard Indication under the utilities Section) এপ্লেটটি যোগ করে নিতে পারেন ।

সুত্রঃ আলোকিত

8) কম্পিউটার বুটের সময় উইন্ডোজকে কিভাবে ডিফল্ট করবেন?

- এই জন্যে আপনাকে Startup Manager ইন্সটল করতে হবে।

⇨ System >> Administration >> Synaptic Package Manager এ যান। পাসওয়ার্ড চাইলে পাসওয়ার্ড দিন। এখানে সার্চ করার জন্য দূরবীনের একটা আইকন আছে। ওখানে ক্লিক করে startup manager লিখে সার্চ দিন। তারপর startup manager এ মার্ক করে ওকে করুন। ফলে এটি ডাউনলোড হয়ে ইন্সটল হয়ে যাবে।

⇨ এখন এক্সপি কে ডিফল্ট করতে হলে System >> Administration >> StartUp-Manager এ গিয়ে Boot options ট্যাবে Default operating system হিসেবে আপনার পছন্দেরটি সিলেক্ট করুন।

সূত্রঃ শামীম

9) উবুন্টু চালুর সময় প্রতিবারে পাসওয়ার্ড চায়?

⇨ System > Administration > Login Window তে গিয়ে Security > Enable Automatic Login > Select user ঠিক করে দিন।

10) রিস্টার্ট করলে ডেক্সটপ ওয়ালপেপার নতুন করে সেট করতে হয়?

⇨ ওয়ালপ্যাপার এখানে home/user/pictures রাখুন। তারপর change desktop background এ গিয়ে add করুন।

11) বাসায় ইন্টারনেট কানেকশন নাই এমন ব্যবহারকারীরা কিভাবে গান শুনতে বা অন্যান্য সফটওয়ার পাবে?

⇨ এইজন্যে আপনার রিপোজারেটরী সিডি বা ডিভিডি লাগবে। এটি হলে আপনি সহজেই এই কাজ করতে পারবেন।

⇨ অথবা, যার পিসিতে উবুন্টু ইন্সটল করা আছে এবং মাল্টিমিডিয়া সাপোর্ট আছে সেখান থেকেও নিতে পারেন। এই জন্যে আপনাকে Apton CD ব্যবহার করতে হবে। যার পিসিতে এইসব আছে। সেখানে Apton CD ইন্সটল করুন (http://aptoncd.sourceforge.net/index.html) অথবা রিপো খুঁজে দেখুন। ইন্সটল হয়ে গেলে এটির মাধ্যমে আপনি আপনার ইন্সটল করা সব সফটওয়ার এর ব্যাক আপ নিতে পারবেন *.iso ফরমেটে। হয় সিডিতে রাইট অথবা পেনড্রাইভে নিয়ে পার করে নিন। সিডিতে রাইট করে নিলে এটিই হয়ে গেল আপনার রিপোজারেটরী সিডি।

⇨ এখন আপনার পিসিতে নিয়ে এবার Termial (Applications > Accessories > Terminal) এ গিয়ে লিখুন apt-get install (যদি সিডি হয়)। এখন সফটওয়ার গুলো সিলেক্ট করে ইন্সটল করে ফেলুন। আর যদি সিডি না হয়, তাহলে উইন্ডোজ থেকেই Aptoc CD ডাউনলোড করে নিয়ে আপনার পিসিতে ইন্সটল করে নিন। এবার Apton CD ইন্সটল করে রেস্টোর অপশন থেকে আপনার iso ইমেজ থেকে এক্সট্রাক্ট করে নিন।

12) উবুন্টুতে *.cpp ফাইল কিভাবে কম্পাইল করবেন?

⇨ Terminal এ লিখুন sudo apt-get install build-essential, এটা রান করলে যাবতীয় কম্পাইলার ইনস্টল হবে। এরপর টার্মিনাল খুলুন এবং ফাইলগুলো যেখানে আছে সেখানে যান।

ধরলাম, test.cpp ফাইলটা আপনার হোম ফোল্ডারের Codes/CPP/ নামক ফোল্ডারে রয়েছে, তাহলে নিচের কমান্ডগুলো রান করুন -

- cd ~/Codes/CPP/
- g++ test.cpp
- ./a.out
- প্রথম লাইনে আমরা নির্দিষ্ট ফোল্ডারে প্রবেশ করলাম। দ্বিতীয় লাইনে কম্পাইল করলাম, ফলে a.out নামে একটা এক্সিকিউটেবল ফাইল তৈরী হলো। তৃতীয় লাইনে এটা রান করলাম।

  সুত্রঃ স্বপ্নচারী

13)নতুন করে উইন্ডোজ এক্সপি ইন্সটল করেছেন, ফলে উবুন্টু হারিয়ে গেছে?

- এখানে নতুন করে উইন্ডোজ ইন্সটলের জন্য আপনার গ্রাব (Grub) লোডার হারিয়ে গেছে। এখন নতুন করে গ্রাব ইন্সটল করলেই হয়ে যাবে। এইজন্যে আপনি উবুন্টুর লাইভ সিডি ঢুকিয়ে পিসি বুট করুন। টার্মিনাল খুলে লিখুন sudo update-grub
- এখন রিস্টার্ট দিন। গ্রাব ঠিক মত থাকলে কাজ শেষ। আর যদি না হয়, তাহলে আবার সিডি থেকে বুট করে লিখুন ..
- sudo grub
- find /boot/grub/stage1 ,এতে আপনার এতে আপনার লিনাক্স রুট পার্টিশন ডাটা প্রদর্শন করবে। জিনিসটা থাকবে (hd0,*) । এখানে *=1,2,3,4,5,6 ইত্যাদি হতে পারে।
- এবার রুট ইনফর্মেশন পাবার পর নীচের কমান্ডগুলো একে একে দিন..
- grub> root (hd0,*)
- grub> setup (hd0)
- grub> quit । সিস্টেম রিস্টার্ট করে দেখুন , গ্রাব ঠিক মত চলে এসেছে।
  সুত্রঃ আশাবাদী

14) Apache, MySQL ইন্সটল করবো কিভাবে?

- Synaptic (System >> Administration >> Synaptic Package Manager) চালু করুন। Edit > Mark Packages by Task থেকে LAMP Server
  সুত্রঃ স্বপ্নচারী

15) নোম/কেডিই এনভায়রনমেন্ট কি জিনিস? নোম আর gnome কি একই জিনিস?

- ডেস্কটপ এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। উইন্ডোর চেহারা কেমন হবে। একটা সফটওয়্যার আরেকটা সফটওয়্যারের সাথে কীভাবে যোগাযোগ রাখবে ইত্যাদি নির্ণয় করে এই এনভায়রনমেন্ট। নোম(gnome), কেডিই হচ্ছে এরকম ডিই। এছাড়াও প্রচুর ডিই রয়েছে।
  আরো বিস্তারিত জানুন

16) ল্যান স্ক্যানার, ল্যান চ্যাটিং এর জন্য কি সফটওয়্যার আছে?

⇨ Pidgin এ Bonjour একাউন্ট এনাবল করুন। উইন্ডোজেও পিজিন ইনস্টল করুন এবং Bonjour এনাবল করুন। তাহলেই ল্যানের চ্যাট করা হবে।ল্যান স্ক্যানিং-এর জন্য আছে System > Administrator > Network Tools এ Port Scan। আর এডভান্সড কিছু চাইলে zenmap, Nmap, Nessus, Ethereel

17) কোন ফোল্ডার ল্যানে শেয়ার দেব কিভাবে?

⇨ লিনাক্সের সবকিছুই সিকিউরড, অর্থাৎ খোলাখুলি কিছু শেয়ার করা যাবে না। কোন ফোল্ডার শেয়ার করতে হলে একজন ইউজারের অধীনে শেয়ার করতে হবে। একটা ডামি ইউজার তৈরী করুন System > Administration > Users and Groups থেকে। সহজ একটা পাসওয়ার্ড দিন। এরপর Terminal খুলুন ও নিচের কমান্ড রান করুন -

⇨ smbpasswd -a USERNAME

⇨ এখানে USERNAME হচ্ছে নতুন তৈরীকৃত ইউজার।এখন থেকে ফাইল ম্যানেজারে কোন ফোল্ডারে রাইট ক্লিক করে Shared Options থেকে শেয়ার করা যাবে।

18) পেনড্রাইভ ফরম্যাট করব কিভাবে?

⇨ System > Administration > Partition Editor এ গিয়ে কাজ সারুন।

19) উবুন্টু রিপোজিটরি ডিভিডি ডাউনলোড করতে চাচ্ছি!!

⇨ এখানে আমরা ডাউনলোডের জন্য জিগডো ব্যবহার করবো। এটা কিন্তু পিটুপি শেয়ারিং না। সরাসরি ডাউনলোড।

⇨ http://atterer.net/jigdo/ থেকে jigdo-lite ডাউনলোড করুন। অবশ্যই উইন্ডোজওয়ালারা উইন্ডোজ ভার্সন, ম্যাকওয়ালারা ম্যাক ভার্সন এবং লিনাক্সওয়ালারা লিনাক্স ভার্সন ডাউনলোড করবেন। ধরে নিলাম সোলারিস বা বিএসডি ওয়ালাদের এ ব্যাপারে কিছু বলতে হবে না। ভালো কথা, এই টিউটোরিয়ালে আমি উইন্ডোজ ব্যবহার করছি

⇨ কোন একটা ফোল্ডারে আনজিপ করুন। আমি C:\ তে আনজিপ করলাম। আনজিপকৃত ফোল্ডারের নাম দিলাম jigdo। এর ভেতরে jigdo-bin নামে একটা ফোল্ডার এবং jigdo-lite নামে একটা ব্যাচ ফাইল আছে। বাকি আরও অনেক কিছু থাকতে পারে, তবে এ দুটোই জরুরী।

⇨ এখন কমান্ড প্রম্প্ট ওপেন করুন। Start > Run > তারপর লিখুন cmd।

⇨ যে কালো বাক্সটা আসবে, তাতে লিখুন cd \jigdo তারপর এন্টার চাপুন।

⇨ এখন রান করুন jigdo-lite.bat।

⇨ এটা এখন আপনার কাছে একটা .jigdo ফাইলের URL চাইবে। সেখানে একটু কষ্ট করে এই জিগডো ফাইলের URL টা লিখুন : http://tuma.ui.edu/pub/ubuntu-repositor … trib.jigdo

⇨ তারপর এন্টার চাপুন। এরপরে আরও কিছু প্রশ্ন করবে, আপনি এন্টার চাপতে থাকুন। কিন্তু একটা ডেবিয়ান সার্ভার চাইবে তখন এন্টারে কাজ হবে না। বারে বারে চাইতেই থাকবে। তাকে শান্ত করুন এই ঠিকানা দিয়ে -ftp://ftp.debian.org/debian/

- ⇨ আবার এন্টার চাপুন। ব্যস, শুরু হয়ে গেল ডাউনলোড। আশা করি, দুই-তিন সপ্তাহে আপনার ডাউনলোড শেষ হয়ে যাবে । নেট থেকে বেরোনোর আগে প্রোগ্রামটা বন্ধ করে দেবেন Ctrl+C চেপে।
- ⇨ আবার যখন ডাউনলোড শুরু করবেন। তখন ৩ থেকে ৫ অনুসরণ করুন। রান করার পর এবার শুধু প্রশ্নগুলোতে এন্টার চাপতে থাকুন। যতটুকু ডাউনলোড হয়েছিলো, এখন তারপর থেকে ডাউনলোড শুরু হবে।
- ⇨ আহ, শান্তি। অবশেষে আপনার ডাউনলোড শেষ হলো। একইভাবে পরের তিন ডিভিডিও ডাউনলোড করে ফেলুন ।
- ⇨ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনার ফাইলসিস্টেম এনটিএফএস হতে হবে। ফ্যাট৩২ ৪গিবা এর চাইতে বড় ফাইল রাখতে পারে না।

  সুত্রঃ স্বপ্নচারী

20) ভিস্তার ওয়াও ইফেক্টের মত উবুন্টুতে আছে কম্পিজ ফিউশন

- ⇨ উবুন্টুতে কম্পিজ চালু করতে প্রথমেই গ্রাফিক্স ড্রাইভার সক্রিয় করে নিতে হবে। এনভিডিয়া এবং এটিআই ঘরাণার গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহারকারীরা সিনাপ্টিক থেকে envyng প্যাকেজটি ইনস্টল করুন , এরপর System Tools>> EnvyNG থেকে আপনার গ্রাফিক্স কার্ড মডেল অনুযায়ী গ্রাফিক্স ড্রাইভার ইনস্টল করে নিন ।ইন্টেল ও অন্যান্য ব্র্যান্ডের গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহারকারীরা System>> Administration>> Harware Drivers থেকে প্রয়োজনীয় ড্রাইভার ইনস্টল করুন।
- ⇨ ড্রাইভার ইন্সটলের পর ইনস্টল করতে হবে কম্পিজের সর্বশেষ এবং অতিরিক্ত প্যাকেজসমূহ। উবুন্টু রিপোজিটরিতে এখন পর্যন্ত কম্পিজের সর্বশেষ সংস্করণ আসেনি । এতে কিউব ডিফরমেশন সহ আরও কিছু ইফেক্ট পাওয়া যাবে না।
- ⇨ কম্পিজ ইনস্টল করতে: প্রথমে সিনাপ্টিক এর Settings Menu থেকে Repositories এ ক্লিক করুন। এবার থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ট্যাবে গিয়ে এ্যাড বাটনে ক্লিক করুন। এ্যাপ্ট লাইনে deb http://ppa.launchpad.net/compiz/ubuntu hardy main লিখে এন্টার চাপুন। সিনাপ্টিকের উপরে ডানদিকের রিলোড বাটনে ক্লিক করুন।
- ⇨ রিপোজিটরি রিফ্রেশ সম্পন্ন হওয়ার পর সিনাপ্টিক বন্ধ করে দিন। একটি টার্মিনাল চালু করে নীচের কমান্ডটি রান করুন
- ⇨ sudo apt-get install compiz compizconfig-backend-gconf compizconfig-settings-manager compiz-core compiz-fusion-plugins-extra compiz-fusion-plugins-main compiz-gnome compiz-plugins
- ⇨ ব্যাস, আপনার কম্পিজ ইনস্টল শেষ! এবার Alt+F2 চেপে compiz –replace লিখে এন্টার চাপুন। সবকিছু ঠিকভাবে সেটআপ হয়ে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সক্রিয় হয়ে যাবে আপনার কম্পিজ ফিউশন
- ⇨ সিস্টেম স্টার্টআপের সময় কম্পিজ ফিউশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় করতে চাইলে System>> Preferences>> Sessions এ গিয়ে স্টার্টআপ ট্যাবে এ্যাড বাটনে ক্লিক করুন। নতুন এন্ট্রিটির নাম দিন compiz fusion এবং কমান্ডের ঘরে compiz –replace লিখে OK করুন।

- কম্পিজের সকল প্লাগইন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কম্পিজকনফিগ সেটিংস ম্যানেজার থেকে। এটি চালু করতে System>> Preferences>> Compizconfig Settings Manager এ ক্লিক করুন অথবা Alt+F2 চেপে ccsm লিখে এন্টার চাপুন।
  সুত্রঃ [আলোকিত]

21) উবুন্টু কাস্টমাইজেশন-থিম, আইকন, কার্সর, বুট স্ক্রিণ পরিবর্তন

- উবুন্টু লিনাক্সে আলাদা কোন সফটওয়্যার ছাড়াই এসব কিছুই পরিবর্তন করা যায় System>> Preferences>> Appearance অপশন থেকে। এজন্য আপনাকে প্রথমে এই সাইট (http://gnome-look.org/) থেকে পছন্দের জিনিসগুলো ডাউনলোড করতে হবে। এরপর নিচে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ইন্সটল করে নিতে হবে...
- **থিম ইন্সটলের পদ্ধতি:** প্রথমে উপরের সাইট থেকে পছন্দের থিমটি ডাউনলোড করে নিন। এরপর System>> Preferences>> Appearance এ গিয়ে থিম ফাইলটি Theme উইন্ডোতে ড্র্যাগ-ড্রপ করুন। এরপরই থিমটি ইন্সটল হয়ে যাবে এবং থিমটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। পরবর্তীতে থিম লিস্ট থেকে পছন্দমত থিম বদল করে নিতে পারবেন। তবে সব থিম স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বিধায় একটি থিম ব্যবহারের সময় অন্য থিম এপ্লাই করলে পূর্ণ ইফেক্ট পাবেন না। এজন্য যেকোন থিম পরিবর্তনের পূর্বে ডিফল্ট(হিউম্যান) থিম এপ্লাই করে নিন।
- সরাসরি প্রয়োগ না করে আপনি থিম উইন্ডোর Customize(বাংলায় স্বনির্ধারিত) মেনুর Controls এবং Window Borders ট্যাব থেকে ইচ্ছামত বিভিন্ন থিমের অংশ জোড়া দিয়ে ক্লোন থিম তৈরি করতে পারবেন।
- **আইকন ইন্সটলের পদ্ধতি:** থিমের মতই প্রথমে আইকনের সাইট থেকে পছন্দমত আইকন প্যাকেজ ডাউনলোড করে নিন। এরপর আইকন ফাইলটি System > Preferences > Appearance উইন্ডোতে ড্র্যাগ ড্রপ করে নিয়ে আসুন। এরপর থিম উইন্ডোর স্বনির্ধারিত/কাস্টমাইজে ক্লিক করে Icons ট্যাবে গিয়ে পছন্দমত আইকন প্যাকেজ নির্বাচন করতে পারবেন।
- **কার্সর ইন্সটলের পদ্ধতি:** থিম এবং আইকনের অনুরূপ। ইন্সটলের পর Customize মেনুর Cursors ট্যাবে গেলেই ইন্সটলকৃত কার্সরগুলো পেয়ে যাবেন...
  সুত্রঃ [আলোকিত]

22) উবুন্টুতে ব্যবহার করুন উইন্ডোজের সফটওয়ার

- Wine ব্যবহার করে আপনি উইন্ডোজের কিছু সফটওয়ার ব্যবহার করতে পারেন। এই জন্য টার্মিনাল খুলে লিখুন - sudo apt-get install wine cabesxtract recode
- এখন থেকে উইন্ডোজ সফটওয়্যার চালাতে পারবেন উবুন্তুতে। যদি কোন সফটওয়্যার ইনস্টল করতে গেলে ডিএলএল না পাওয়ার এরর দেয়। তবে রান করুন winecfg
- তারপর libraries ট্যাবে গিয়ে New override for library থেকে প্রয়োজনীয় ডিএলএলটা সিলেক্ট করে Add করুন। আর যদি ওখানে না পাওয়া যায় তবে dlldump.com থেকে ডিএলএলটা ডাউনলোড করুন। এরপর সেটা ~/.wine/drive_c/windows/system32 ফোল্ডারে কপি করুন। বুঝতেই পারছেন ~/.wine/ হচ্ছে আপনার ফেইক উইন্ডোজ ড্রাইভ।

23) সফটওয়্যার ইন্সটল করে কিভাবে?

- ⇨ System > Administration > Synaptic Package Manager এ গিয়ে পছন্দমত ইন্সটল করুন। উবুন্টুতে এ্যাড/রিমুভ বা সিনাপ্টিক দিয়ে কোন সফটওয়্যার ইন্সটল করতে চাইলে প্রথমেই একটি সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। উবুন্টুতে কিভাবে ইন্টারনেট সংযুক্ত করতে হয় সেটি নির্ভর করে আপনার ইন্টারনেট সংযোগের ধরণের ওপর (ডিএসএল/ডায়ালআপ/পিপিপিওই ইত্যাদি)।
- ⇨ **.deb প্যাকেজ থেকে:** .deb হল ডেবিয়ান আর্কাইভ, এবং উবুন্টু সহ সকল ডেবিয়ান নির্ভর ডিস্ট্রো এই প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে। ডেবিয়ান প্যাকেজ ইন্সটলেশনের জন্য সকল ডেবিয়ান নির্ভর লিনাক্স ডিস্ট্রোতে dpkg কম্পাইলার ডিফল্টভাবে দেয়া থাকে। উবুন্টুতে .deb প্যাকেজ ডাবল ক্লিক করেই ইন্সটল করতে পারবেন। উইন্ডোজের .exe-এর মত।
- ⇨ **উবুন্টু রিপোজিটরি ডিভিডি থেকে:** উবুন্টুর কোন সংস্করণ রিলিজের সাথে সাথেই তার কিছু রিপোজিটরি ডিভিডি পাওয়া যায় যেগুলোতে লিনাক্সের জনপ্রিয় প্রচুর সফটওয়্যার প্যাকেজ ও টুল জমা থাকে। ডিভিডিগুলো কম্পিউটারে প্রবেশ করালেই উবুন্টু স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিপোজিটরি সনাক্ত করে এবং সিনাপ্টিকে রিপোজিটরি ডিভিডির প্যাকেজগুলো প্রদর্শন করে। এরপর সেখান থেকে ইচ্ছামত প্যাকেজ নির্বাচন করে ইন্সটল করে নিতে পারবেন।
- ⇨ **সোর্সকোড কম্পাইল করে:** লিনাক্সের জন্য তৈরি সকল সফটওয়্যারই উবুন্টু লিনাক্সে চালানো সম্ভব, কিন্তু সকল সফটওয়্যারের ডেবিয়ান/.deb প্যাকেজ তৈরি থাকেনা। .deb প্যাকেজ নেই এমন কোন সফটওয়্যার চালাতে চাইলে সেটি সোর্সকোড থেকে কোন কম্পাইলারের সাহায্যে কম্পাইল করে নিতে হয়। লিনাক্স বা প্রোগ্রামিং এ কিছুটা অভিজ্ঞতা না থাকলে সোর্স কোড কম্পাইল করে সফটওয়্যার ইন্সটল করা কষ্টকর, তাই এ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এড়িয়ে যাচ্ছি।

  সুত্রঃ আলোকিত

24) ল্যানের সবগুলো কম্পিউটারে ঢোকা যাচ্ছে কিন্তু সেসব কম্পিউটারের কোন ফাইল/ফোল্ডার শো করছে না

- ⇨ এটা হার্ডির একটা বাগ। উবুন্তু চালুর পর যদি ল্যানের উইন্ডোজ চালু হয়। তবে সেগুলো দেখা যায় না। আপাতত উইন্ডোজ আগে চালু করতে হবে। এই সমস্যা অন্যান্য উবুন্তু ভার্সনে ছিল না।

25) কি করে ব্যাকআপ করবেন আপনার উবুন্টুর সব ইন্সটলড সফটওয়্যার ??

- ⇨ অনেক সময় ডিস্ট্রো রি-ইন্সটল করা প্রয়োজন পড়ে তখন যাদের কাছে রিপো নেই তাদের জন্য ভালো সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার নেট থেকে সেই একই সফটওয়্যার ডাউনলোড করে ইন্সটল করা যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনই বিরক্তিকর। এইরকম সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য অনেকেই অনেক ভাবে ব্যাকাপ করে নেন সব সফটওয়্যার এর, নিচে দুইটি পদ্ধতি দেয়া হলঃ
- ⇨ **পদ্ধতি একঃ** আগেই বলা হয়েছে Apton CD এর কথা। এটির সাহায্যে সহজেই আপনি আপনার ইন্সটল করা সফটওয়ার গুলা সিডিতে ব্যাক আপ নিতে পারেন
- ⇨ **পদ্ধতি দুইঃ** এখানে ডেব ফরম্যাটের সফটওয়্যার এর (ডেবিয়ান বেইসড সব ডিস্ট্রো উবুন্টু সহ) ব্যাকাপ করার জন্য একটা পদ্ধতি তুলে ধরা হচ্ছেঃ

- ডিপিকেজি সফটওয়্যার টি সরাসরি ইন্টারনেট থেকে ইন্সটল করার জন্য টার্মিনাল খুলে কোডটি পেস্ট করুন, $ sudo apt-get install dpkg-repack fakeroot
- এবার $ mkdir ~/dpkg-repack; cd ~/dpkg-repack লিখুন। ডিপিকেজি-রিপ্যাক নামক একটি ডিরেক্টরি খোলা হল এবং সেটাতে প্রবেশ করা হল।
- এই কমান্ডের সাহায্যে সব সফটওয়্যারের ব্যাকাপ নিয়ে নিন $ fakeroot -u dpkg-repack \`dpkg --get-selections | grep install | cut -f1\`
- ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন সময় লাগতে পারে। এখন হোম ফোল্ডারে গিয়ে ডিপিকেজি রিপ্যাক নামক ফোল্ডারে আপনি সব সফটওয়্যারের ব্যাকাপ দেখতে পারবেন। চেক করে নিন।
- রি ইন্সটল করতে চাইলে আবার সেই ফোল্ডারে নেভিগেইট করুন যেখানে আপনি সেইভ করে রেখেছিলেন ফোল্ডারটি অবশ্যই অন্য ড্রাইভে রেখেছেন এবার, হোম ফোল্ডারে নয়। তবে ভালো হয় আবার কপি পেস্ট করে হোমে নিয়ে আসলে। এখন সিডি কমান্ড দিয়ে হোমে সেই ফোল্ডার নেভিগেট করে নিম্নের কমান্ড দিয়ে সহজেই রি-ইন্সটল করে নিন
- sudo dpkg -i *.deb

  সূত্রঃ আহমাদ মুজতবা

26) কমান্ড লাইন কি?

- command line হচ্ছে টার্মিনাল (উইন্ডোজের ডসের মতো) লেখা কমান্ডগুলো। যেগুলো ব্যবহার করে টাইপ করে অনেকগুলো কাজ একটি কমান্ডের মাধ্যমে করা যায়। কমান্ড লাইন ব্যবহার করে কাজ দ্রুত করা গেলেও কমান্ডগুলো ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ না করলে কোন কাজ করবে না। তাই অনেকেই কমান্ড লাইন ব্যবহার করা পছন্দ করেননা (যেমন অনেকেই ডস পছন্দ করেন না)

27) উবুন্টু ও উইন্ডোজ দুটোই আছে। আবার উইন্ডোজে ফেরত যেতে চাই

- এক্সপি সিডি দিয়ে বুট করে R চেপে রিকভারি কনসোলে প্রবেশ করে অপারেটিং সিস্টেম এর সংখ্যা নির্বাচন করুন এবং এ্যাডমিন পাসওয়ার্ড দিন। এরপর যথাক্রমে fixmbr এবং fixboot কমান্ড দুটো প্রয়োগ করে exit লিখে এন্টার চাপুন এবং সিডিটি ড্রাইভ থেকে বের করে নিন।

28) প্রতিবার পিসি অন করার পর সবগুলা ড্রাইভ মাউন্ট করতে হয়

- আপনার ড্রাইভগুলো কি একই হার্ডডিস্কে? এরা কি এনটিএফএস? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়। তবে এরকম হওয়ার কথা ছিল না। সবকিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হওয়ার কথা ছিল। ntfs-3g, ntfs-config ইনস্টল করুন। এটি ইন্সটল করতে টার্মিনালে লিখুন sudo apt-get install ntfs-config ntfs-3g। এবারে Applications > System Tools > NTFS Configuration Tool চালু করে এনটিএফএস রিড/রাইট অন/অফ করুন। এবারও যদি সমস্যা থাকে। তাহলে ড্রাইভগুলো মাউন্ট করা অবস্থায় /etc/fstab এবং /etc/mtab ফাইলগুলোর কনটেন্ট এখানে পেস্ট করুন। সূত্রঃ স্বপ্নচারী

29) উবুন্টুর মাই ডকুমেন্ট ফোল্ডার কোনটি?

- ডকুমেন্ট, মিউজিক, পিকচার ফোল্ডার পাবেন উবুন্টুর Places মেনুতে, এক্সপ্লোরারে ডকুমেন্টের পাথ হল /home/USERNAME। এর ভেতরেই ইউজারের সর্বময় ক্ষমতা। এর বাইরে অন্য কোথাও ইউজারের অধিকার নেই।

30) সি ড্রাইভ বা ডি ড্রাইভ এভাবে অন্যান্য ড্রাইভ চিনবো কিভাবে?

⇨ আপনি কি উইন্ডোজের পাশাপাশি উবুন্টু ইন্সটল করেছেন নাকি একটা হার্ডডিস্কে আলাদাভাবে ইন্সটল করেছেন? যাহোক ধরে নিচ্ছি উইন্ডোজের পাশাপাশি ইন্সটল করেছেন। উইন্ডোজের সকল ফ্যাট /এনটিএফএস পার্টিশন পাবেন উবুন্টুর /media ফোল্ডারে। এখানে প্রাইমারি হার্ডডিস্কের সর্বপ্রথম পার্টিশনটির নাম হবে sda0... এভাবে পর্যায়ক্রমে sda1/2/3/4 এভাবে পাবেন পার্টিশনগুলো। একাধিক হার্ডডিস্ক থাকলে sdb0/1/2/3 ইত্যাদি নাম হবে।

31) ফাইল সিস্টেম বলতে একটা ফোল্ডার দেখা যায়। এটা কি কাজে লাগে?

⇨ ফাইল সিস্টেম কোন ফোল্ডার নয়। এটি আপনার লিনাক্স ext3 বা ext2 ড্রাইভ যেটিতে উবুন্টু ইন্সটল করা আছে। এতেই উবুন্টুর সকল প্রকার তথ্য জমা থাকে।

32) উইন্ডোজ নামক ফোল্ডারটিকে আমরা যেমন সমীহ করে চলি। উবুন্টুতে তেমন কোনটিতে কোন পরিবর্তন করা যাবেনা?

⇨ উবুন্টুতে আপনি ফাইল সিস্টেমের কোন ফাইলই সাধারণ ইউজার হিসাবে পরিবর্তন করতে বা মুছে ফেলতে পারবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে সিস্টেম ফাইল এডিট করতে আপনাকে রুট ইউজার হতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সিস্টেম ফাইল এডিট করার কোনই দরকার নেই। আর উবুন্টুতে উইন্ডোজের মত আলাদা রুট ইউজার লগ-ইন নেই। সাধারণ ইউজারের লগ-ইন সেশনেই টার্মিনাল (Applications>> Accessories>> Terminal) থেকে sudo -i টাইপ করে পাসওয়ার্ড দিয়ে রুট ইউজার হতে পারবেন।

33) ফন্ট ফোল্ডার কোনটি ? অর্থাৎ কিভাবে নতুন ফন্ট যেমন ইউনিকোড ফন্টগুলো ইনস্টল করব?

⇨ উবুন্টুতে ফন্ট ফোল্ডার হচ্ছে fonts:///

⇨ এক্সপ্লোরারের (Places > Home folder, আসল নাম নটিলাস) লোকেশন বারে (এখানে উপরে বাম কোণায় একটা পেন্সিলের আইকন দেখছেন। সেটাতে ক্লিক করুন। তাহলেই লোকেশন বার আসবে) fonts:/// লিখে এন্টার চেপে ফন্ট ফোল্ডারে প্রবেশ করতে পারবেন। কোন ফন্ট ইন্সটল করতে চাইলে প্রথমে fonts:/// ফোল্ডারে ফন্টটি কপি করুন। এরপর টার্মিনাল থেকে sudo fc-cache -f –v কমান্ডটি চালান এবং কমান্ড সম্পন্ন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। তাহলেই ফন্টটি ইন্সটল হয়ে যাবে।

34) উবুন্টুতে কিভাবে রুট ইউজার হিসেবে লগইন করবেন?

⇨ উবুন্টুতে আপনি ফাইল সিস্টেমের কোন ফাইলই সাধারণ ইউজার হিসাবে পরিবর্তন করতে বা মুছে ফেলতে পারবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে সিস্টেম ফাইল এডিট করতে আপনাকে রুট ইউজার হতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সিস্টেম ফাইল এডিট করার কোনই দরকার নেই। আর উবুন্টুতে উইন্ডোজের মত আলাদা রুট ইউজার লগ-ইন নেই। সাধারণ ইউজারের

লগ-ইন সেশনেই টার্মিনাল (Applications>> Accessories>> Terminal) থেকে sudo -i টাইপ করে পাসওয়ার্ড দিয়ে রুট ইউজার হতে পারবেন।

35) উবুন্টুতে কিভাবে প্রথম আলো পড়বেন?

⇨ প্রথম আলো যেহেতু ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহার করেনা, সেহেতু সবার কাছে ভালভাবে নাও আসতে পারে। প্রথম আলো মূলত তৈরী করা হয়েছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারকে লক্ষ্য করে। এটি দেখার জন্য উবুন্টুতেও আপনাকে ies4linux সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে হবে। আর তার জন্য ভিজিট করুন -http://www.psychocats.net/ubuntu/ies4linux । তারপর ফন্ট ইন্সটলের নির্দেশনা অনুসরন করে ফন্ট ইন্সটল করুন।
সুত্রঃ সহজ

36) উবুন্টুর কিছু মৌলিক ধারনাঃ

⇨ লিনাক্সের ফাইলসিস্টেমে ড্রাইভ বলতে কিছু নেই। এখানে ফোল্ডার, ফাইল, ডিভাইস সবকিছু একটা ট্রি-র নিচে থাকে। সেই গাছের গোড়া হচ্ছে / (slash)। এখান থেকেই বিভিন্ন ফোল্ডার, ফাইল, ডিভাইস, পার্টিশন প্রভৃতি মাউন্ট হয়। মাউন্ট মানে সোজা বাংলায় যুক্তকরণ। আর সোজা ইংরেজীতে এটাচ। এখান থেকে বিভিন্ন ফোল্ডার সাজানো থাকে। তার মধ্যে জানা প্রয়োজন কয়েকটা বিশেষ ফোল্ডার। সেগুলো হচ্ছে:

⇨ **/bin এবং /sbin** → এগুলোতে লিনাক্সের মূল কমান্ডগুলো থাকে। যেগুলো সকল লিনাক্স ডিস্ট্রোতে তো একই, বরং অন্যান্য POSIX ওএসেও (যেমন: সোলারিস, বিএসডি, প্রভৃতি) একই।

⇨ **/boot** → এখানে থাকে কম্পিউটার কীভাবে লিনাক্সকে বুট করবে সে সম্পর্কিত ফাইল/ফোল্ডার।

⇨ **/dev** → এখানে থাকে ডিভাইস ফাইলসমূহ। মানে এটাকে হার্ডওয়্যার ড্রাইভার গুদামও বলা যায়।

⇨ **/etc** → এখানে থাকে বিভিন্ন এপ্লিকেশনের কনফিগারেশন ফাইলসমূহ। এটাকে উইন্ডোজ রেজিস্ট্রির সাথে তুলনা করা যায়।

⇨ **/home** → এটাই হচ্ছে ইউজারদের নিজস্ব এলাকা। প্রত্যেক ইউজারের আলাদা ফোল্ডার থাকবে এখানে সেই ইউজারের নামে। যখনই কোন ইউজার লগইন করে মেশিনে, শুধু এখানেই তার যা কিছু করার অধিকার থাকে। এর বাইরে কিছু করতে হলে হয় এডমিন হতে হবে, নয়তো এডমিনের পারমিশন লাগবে।

⇨ **/lib** → এখানে থাকে সফটওয়্যার চালানোর জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরি। এটাকে উইন্ডোজের ডিএলএল ফাইলের ভাণ্ডার বলা যেতে পারে।

⇨ **/media** → উবুন্তুতে এক্সটার্নাল সকল ডিভাইস এই ফোল্ডারে মাউন্ট হয়। তবে হার্ডডিস্কে একাধিক পার্টিশন থাকলে সেগুলোও এখানে মাউন্ট হয়। সাধারণত ইনস্টলের সময় যদি পার্টিশনগুলো থাকে উবুন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলো এখানে মাউন্ট করে এবং Places ও ডেস্কটপে শর্টকাট আইকনও তৈরী করে। অন্যান্য প্লাগ এন প্লে ডিভাইস অটোমাউন্ট হয় এবং যথারীতি আইকন দেখায়।

⇨ **/mnt** → এটা আগে /media র কাজ করত। অন্যান্য লিনাক্সে এখনও করে। তবে উবুন্তু এখানে কিছু করে না। /mnt -র চাইতে /media টা বেশি ভালো শোনা, তাই না?

- ⇨ **/proc →** এখানে কিছু ডাইন্যামিক ফাইল থাকে। যা হার্ডওয়্যার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। প্রোগ্রামারদের জীবন সহজ করার জন্য এখানে বেশ সহজ কিছু ফাইল পাওয়া যায়। যা পড়তে গেলে ডাইন্যামিক্যালি হার্ডওয়্যার ডাটা দেখায় । যেমন - cat/proc/cpuinfo কমান্ডটা প্রসেসরের ইনফরমেশন দেখাবে।
- ⇨ **/root →** লিনাক্সে একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ইউজার থাকে। এই মহামান্য ইউজারের নাম root। এই ইউজার এই কম্পিউটারের যেকোন রকম পরিবর্তন করতে সক্ষম। অর্থাৎ এই কম্পিউটার ধ্বংস করার ক্ষমতাও তার হাতে। সুতরাং উবুন্তুতে এই ইউজারকে অক্ষম করে রাখা হয়েছে। আর এই ফোল্ডারটা তার হোম ফোল্ডার, ঠিক যেমনটা অন্যান্য ইউজারদের জন্য /home/USERNAME
- ⇨ **/sys →** নামেই বোঝা যাচ্ছে এটা সিস্টেম ফোল্ডার।
- ⇨ **/tmp →** এখানে সকল প্রকার টেম্পোরারী ফাইল বা ক্যাশ থাকে।
- ⇨ **/usr →** এখানে সকল এপ্লিকেশন থাকে। অনেকটা উইন্ডোজের প্রোগ্রাম ফাইলস ফোল্ডারের মত। তবে এখানে আরও অনেক কিছুই থাকে, যেমন প্রোগ্রামারদের জন্য সহায়তাকারী ফাইল, লাইব্রেরী প্রভৃতি। মজার ব্যাপার হলো লিনাক্সের সোর্স কোডও এই ডিরেক্টরিতে পাওয়া যাবে **src** ফোল্ডারের ভেতর । উইন্ডোজে এই সোর্স ফোল্ডারটা পাবেন মাইক্রোসফটের কোন অফিসের সিন্দুকের ভেতর।
- ⇨ **/var →** এটাও অনেকটা ক্যাশের মত কাজ করে। তবে এখানে সার্ভারের পাবলিক ফোল্ডারও পাওয়া যায় www তে।
- ⇨ অতএব দেখাই যাচ্ছে, সাধারণ ব্যবহারের জন্য সব ফোল্ডার জানার কোনই প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক ব্যবহারকারী তার নিজের হোম ফোল্ডার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই চলবে। অন্য কোথাও নাক গলানোর প্রয়োজন নেই ।

  সুত্রঃ স্বপ্নচারী